অথবা

গ্রন্থাগারের সম্পদের আদান-প্রদান কেন প্রয়োজন গ্রন্থাগার সম্পদের আদান-প্রদানের মধ্যে কি কি অন্তর্ভুক্ত সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

2. ওপেন এক্সেস ও ফ্লোজড অ্যাক্সেস পদ্ধতি বলতে কি বুঝেন ? কিভাবে ওপেন এক্সেস পদ্ধতি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঞ্চসূত্রের উদ্দেশ্য সাধন করে তা আলোচনা করুন

3. বিশেষ গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী আলোচনা করুন।

4.NSCAIR এর তথ্যসামগ্রী ও পরিসেবা সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

5. সাধারণ গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলী বর্ণনা করুন।

6. ভারতের গ্রন্থাগার ব্যবহার উন্নতিকল্পে ভারত সরকারকৃত দুটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাগার কমিটির উদ্দেশ্য ও সুপারিশ সমূহ আলোচনা করুন।

7. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (Academic Library) শিক্ষাগত বৃত্তিমানের উন্নতিতে গ্রন্থাগারের ভূমিকা আলোচনা করুন।

অথবা

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার বলতে কি বুঝায় লিখুন। এর বিভিন্ন প্রকারভেদ ও তাদের উদ্দেশ্য আলোচনা করুন।

যে কোনো চারটি প্রশ্নের উত্তর দিন : 7 x 4 = 28

1. রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউন্ডেশন (RRRLF)
2. UNESCO
3. UGC
4. ILA
5. লাইব্রেরি অফ কংগ্রেস
6. AGRIS
7. গ্রাহকচাঁদায় পরিচালিত গ্রন্থাগার
8. INIS
9. বিবলিওথেক ন্যাশনাল
10. আমেরিকান লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন
11. জাতীয় গ্রন্থাগার , কলকাতা
12. দিল্লির সাধারণ গ্রন্থাগার
13. গ্রন্থাগার আইন

যে কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দিন : 18 x 2 = 36

1.গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঞ্চসূত্র আলোচনা করুন। তথ্যপরিসেবায় পঞ্চসূত্রের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

অথবা

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঞ্চসূত্র কি? তৃতীয় সূত্রটি যথাযথ উপযোগিতা সহযোগে ব্যাখ্যা করুন।

অথবা

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রথম ও চতুর্থসূত্র ব্যাখ্যা করুন।

অথবা

রঙ্গনাথন প্রবর্তিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঞ্চম সূত্র গুলি কি কি? গ্রন্থাগার পরিসেবায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঞ্চ সূত্রের দ্বিতীয় ও পঞ্চম সূত্রের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

অথবা

তথ্যবিজ্ঞানের নিরিখে গ্রন্থ বিজ্ঞানের পঞ্চসূত্র ব্যাখ্যা করো।

অথবা

রঙ্গনাথনের পাঁচটি সূত্রের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

উ : ভারতীয় গ্রন্থাগারের জনক এস. আর. রঙ্গনাথন ১৯২৮ সালে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পঞ্চসূত্রের ধারনাটি ধারণা করেন যে পরবর্তীকালে ১৯৩১ সালে তিনি পঞ্চসূত্র লিপিবদ্ধ করেন। এই সূত্রের প্রেক্ষাপট হিসেবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্বতঃসিদ্ধ বলে মনে করেন।

ক) গ্রন্থাগার একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষার জীবনব্যাপী পরিব্যাপ্ত বিষয়।

Pearl coaching center

খ) সমাজে সাম্প্রতিক তথ্যের প্রয়োজন আছে।
গ) তথ্য পক্ষপাত শূন্য অবস্থায় পরিবেশিত হওয়া উচিত।
ঘ) গ্রন্থাগার অবসর বিনিয়োগের একটি মাধ্যম।
ঙ) গ্রন্থাগার মানবতার বিকাশে সংস্কৃতির ধারক ও গবেষণা কেন্দ্র।
গ্রন্থাগার এর লক্ষ্য উদ্দেশ্য কার্যাবলী ও সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা মনে রেখে সূত্র গুলি বিবৃত করেছেন :-

প্রথম সূত্র :

বই ব্যবহারের জন্য(Books are for use) : প্রথম সূত্রের মূল ধারণাটি হলো গ্রন্থকেন্দ্রীক। সুতরাং এর উদ্দেশ্য সংরক্ষিত গ্রন্থের সর্বোত্তম ব্যবহারে সুনিশ্চিত করা। এবং গ্রন্থের ব্যবহারে সুনিশ্চিত করার জন্য গ্রন্থাগারকে নিম্নলিখিত পরিষেবা ও পরিকাঠামো বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে।

প্রথমত - অবস্থান : গ্রন্থাগার যে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত (বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিদ্যালয়) সেই অবস্থানের কেন্দ্রীয় স্থলে অবস্থিতি হওয়া দরকার। বেশির ভাগ ব্যবহারকারী (বর্তমানে সম্ভাব্য) প্রত্যহ কর্মসূত্রে যাতায়াত করে। গ্রন্থাগারের কেন্দ্রীয় অবস্থান গ্রন্থের ব্যবহার বাড়ায়। তাছাড়া উক্ত সূত্রটি সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ ও দাবি করে এর ফলে গ্রন্থ ব্যবহারের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

দ্বিতীয়ত- ওপেন অ্যাকসেস বা মুক্ত মঞ্চ : ওপেন অ্যাকসেস প্রণালীটিতে গ্রন্থের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। উক্ত প্রণালীতে পাঠক নিজে তাকে (Self)এ গিয়ে গ্রন্থ সংগ্রহ করতে পারেন। পাঠক স্টাডি গিয়ে তার পূর্ব নির্ধারিত প্রয়োজনীয় গ্রন্থটি না পেলেও অন্য একই বিষয়ের উপর অধিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ পেতে পারি। যেহেতু একই বিষয়ের গ্রন্থ গুলি এখানে পাশাপাশি সহ অবস্থান করে।

তৃতীয়ত- গ্রন্থাগারের কাজের সময় : প্রথম সূত্র দাবি করে যে সঠিক সময় ধরে গ্রন্থাগার খোলা রাখা উচিত, ব্যবহারকারীদের পক্ষে সুবিধাজনক হয়। উদাহরণস্বরূপ যেমন - বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির গ্রন্থাগার সকাল ৭টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত খোলা থাকে। যার ফলে ছাত্রছাত্রীরা সময়ের বাইরেও গ্রন্থ পাঠের সুযোগ পায়।

চতুর্থত- গ্রন্থাগার ভবন ও আসবাবপত্র : গ্রন্থাগার ভবনটি উপযোগী হওয়ার সাথে সাথে দৃষ্টিনন্দন হওয়া ও বাঞ্ছনীয়।আসবাবপত্র এমন থাকা উচিত যা পাঠকদের পক্ষে আরামদায়ক ও ব্যবহারের পক্ষে সুবিধাজনক হয় যেমন (International standard) I.S অনুযায়ী অবস্থান, কাঁচের জানালা ইত্যাদি।

পঞ্চমত - গ্রন্থাগার কর্মী : গ্রন্থাগার ভাব ভাবনা আকর্ষণীয় আসবাবপত্র আরামদায়ক গ্রন্থ সমৃদ্ধ হওয়ার সাথে সাথে গ্রন্থাগার কর্মীদেরও শিক্ষামূলক (এম.এ.এম.কম.এম.এস.সি) ইত্যাদি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা যথা (বি. এল.আই.এস.এম.এল.আই.এস.সি) ইত্যাদি যা থাকার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য মানবিক গুণ যথা মধুর পেশাদারী দক্ষতা থাকা আবশ্যক। সর্বাপেক্ষা গ্রন্থাগারিকের সুপাঠক হতে হবে।

ষষ্ঠত - গ্রন্থ নির্বাচন নীতি : গ্রন্থ নির্বাচনের জন্য গ্রন্থগারের ধরন, পাঠকের যোগ্যতা এবং প্রয়োজনীয় অর্থের যোগানের পরিপ্রেক্ষিতে সুনির্দিষ্ট নীতি যথা -" Best book for the largest number at least cost or Right book to the right reader at night time."

সপ্তমত- প্রচার : এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন গ্রন্থাগারে প্রচার ব্যাপক হওয়া প্রয়োজন। ফলে গ্রন্থের ব্যবহার বাড়ে। প্রচারের মূল ভিত্তি যথার্থ পাঠক পরিষেবা পাঠকের দৃষ্টি গোচর করার জন্য প্রচারের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। যথা - গ্রন্থাগারের প্রবেশপথে সদ্য আবার গুলির এবং সাম্প্রতিককালের সংগৃহীত গ্রন্থ গুলির Display বা তালিকা প্রণয়ন করা লাভজনক।

দ্বিতীয় সূত্র:

Pearl coaching center

"প্রত্যেক পাঠকের থাকবে বই"(Every reader his books) : দ্বিতীয় সূত্রের মূল বিষয় হলো পাঠকের যথার্থ পরিষেবা প্রদানে গ্রন্থাগারের সফলতা। রঙ্গনাথানের মতে, "প্রথম সূত্রে যদি গ্রন্থ সংরক্ষণের জন্য"এই ধারণাটি পাল্টে দেয়, তবে দ্বিতীয় সূত্র "গ্রন্থ কিছু বাছাই করা মানুষের জন্য"এই ধারণাটিও প্রসারিত করে। প্রকৃতপক্ষে উক্ত সূত্রটি পূর্বানুমান করে নেয় যে - "শিক্ষা সবার জন্য"।

প্রথমত - রাষ্ট্রের দায়িত্ব: আইন প্রণয়ন, সমন্বয় সাধন ও আর্থিক সংস্থান এই তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রের দায়িত্ব গঠিত। অর্থাৎ উক্ত সূত্রটি দাবি করে যে,জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের কাছে শিক্ষা ব্যবস্থার পরিপূরক অঙ্গ গ্রন্থাগারের গ্রন্থ পৌঁছানো রাষ্ট্রের দায়িত্ব। তাই রঙ্গনাথনের এই বিভাগ।

আর্থিক সংস্থান : নব গ্রন্থাগার স্থাপন, বর্তমান গ্রন্থাগার গুলির পরিষেবার মান উন্নয়ন প্রতিটি ক্ষেত্রেই আবশ্যকীয় উপাদান অর্থ। যেহেতু রাষ্ট্র সকলকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য দায়বদ্ধ, সেহেতু শিক্ষার অঙ্গ গ্রন্থাগারকে অর্থ প্রদান করতেও রাষ্ট্র দায়বদ্ধ। এই প্রদান দুইভাবে হতে পারে -ক) অনুদানের মাধ্যমে খ) না কর ব্যবস্থার পরিবর্তন করে।

গ্রন্থাগার আইন : গণতান্ত্রিক সমাজে প্রত্যেক নাগরিকের পড়ার এবং পাঠ্য বস্তুর নাগাল পাওয়ার অধিকার আছে। কাজেই রাষ্ট্রের কর্তব্য তাদের আজীবন পড়ার সুবিধা দেওয়া। এই সুবিধা আইন প্রণয়ন করে রাষ্ট্রপ্রদান করে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ১৯৮৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থাগার আইন কার্যকর হয়েছে।

সমন্বয় সাধন : সমন্বয়ের অর্থ হলো প্রতিটি স্তরে গ্রন্থাগার পরিষেবা কে যুক্ত ও সমন্বিত করার। সাধারণত বেশিরভাগ গ্রন্থাগারই বিচ্ছিন্ন ভাবে কাজ করে। সুতরাং এদের সমন্বয় সাধন একান্ত জরুরী। এই ধরনের ব্যবস্থার জাতীয় গ্রন্থাগার থেকে রাজ্য গ্রন্থাগার, জেলা গ্রন্থাগার, শহর গ্রন্থাগার, গ্রামীন গ্রন্থাগার পরস্পরের সাথে সুশৃংখলভাবে যুক্ত।

দ্বিতীয়ত - গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব : গ্রন্থ নির্বাচন ও কর্মী নিয়োগ গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব হলেও গ্রন্থাগারের অন্যান্য নিয়মকানুন যথা গ্রন্থাগার খোলা ও বন্ধের সময় পাঠকের প্রদেয় পরিষেবার ধরন, বর্ধিত গ্রন্থাগার, পরিষেবার বিষয়ের নীতি নির্ধারণ ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ের গ্রন্থাগার কমিটির মাধ্যমে স্থির হয়। এছাড়াও অপ্রয়োজনীয় গ্রন্থ তুলে নেওয়া দরকার।

তৃতীয়ত - কর্মীদের দায়িত্ব : গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের দ্বারা যথেষ্ট সংখ্যায় দক্ষ কর্মী নিয়োগই যথেষ্ট নয়। দক্ষ ভাবে নিজের নিজের কর্তব্য পালন করা যে তাদের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য, সেকথা প্রত্যেকটি কর্মীকে উপলব্ধি করতে হবে। রেফারেন্স সার্ভিসের কাজে গ্রন্থাগার কর্মীদের সঠিক প্রশিক্ষণ থাকা উচিত। কর্মীদের উচিত পাঠক ও তার প্রয়োজনকে উপলব্ধি করা। এর ফলস্বরূপ পাঠককে সাহায্য করা উচিত এবং এর জন্য কর্মীদের সুপাঠক হতে হবে।

চতুর্থত - পাঠকের দায়িত্ব : কর্মী ছাড়াও পাঠকবর্গের ও গ্রন্থাগারের প্রতি কিছু দায়িত্ব থেকে যায়। উক্ত সূত্রটি বলতে চায় তা হল সংগৃহীত গ্রন্থের সংখ্যা ও গ্রন্থাগার এর ব্যবহারের সামগ্রী সম্পর্কিত সমস্ত নিয়মকানুন পাঠকবর্গকে মেনে চলা উচিত। গ্রন্থ এবং গ্রন্থাগারের প্রতি খারাপ আচরণ না করা পাঠকবর্গের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। কারণ গ্রন্থ বা গ্রন্থাগার সকলের জন্য।

পঞ্চমত - পুস্তক নির্বাচন ও গ্রন্থাগার এর ধরন: গ্রন্থাগারটি এমন হওয়া উচিত যাতে সহজেই মানুষের কাছে আকর্ষণীয় হয়। গ্রন্থ নির্বাচনের জন্য গ্রন্থাগারের ধরণ ও পাঠকের যোগ্যতা এবং প্রয়োজনীয় অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে সুনির্দিষ্ট নীতি প্রয়োজন।

ষষ্ঠত - আন্তঃ গ্রন্থাগার ঋণ : প্রকাশনার জগতের অন্যান্য সীমাবদ্ধতার জন্য। পৃথিবীর কোন সমগ্র সম্পদের স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে না।সেই জন্য একটি গ্রন্থাগার অপর গ্রন্থাগার থেকে ঋণ হিসেবে সংগ্রহ করে পাঠকের চাহিদা পূরণ করে।

Pearl coaching center

সূচীকরণ : প্রত্যেকটি গ্রন্থাগারের দায়িত্ব তার সমগ্র গ্রন্থ সম্পদ পাঠকের সামনে তুলে ধরা। এর জন্য সূচীকরণ বা ক্যাটালগ পদ্ধতি শ্রেয়। যাকে সংক্ষেপে "key to library collection" বলা হয়।

তৃতীয় সূত্র :

প্রত্যেক বউই থাকবে পাঠক (Every books it's reader) : প্রত্যেক গ্রন্থের পাঠক আবশ্যক প্রথম ও দ্বিতীয় সূত্রের আলোচনার পর তৃতীয় সূত্রটি ইঙ্গিত করে যে প্রত্যেক গ্রন্থের নিজস্ব পাঠক থাকা উচিত। এই কাজটি সহজ নয়, কারণ গ্রন্থ তার পাঠকের খোঁজ করতে পারে না। কারণ গ্রন্থ মূক ও বধির। এখানে পাঠক কে অগ্রসর হতে হয় গ্রন্থের চরিত্র বিচার করে। ই.ডব্লু. ল্যাকাস্টারের মতো এই সূত্রের ভিত্তি হলো সম্ভাব্যতার সূত্র।

প্রথমত - ওপেন অ্যাকসেস সিস্টেম : তৃতীয় সূত্রটি সফল করে তুলতে গ্রন্থাগার গুলি ব্যবস্থা নেয় ওপেন অ্যাকসেস সিস্টেম তাদের মধ্যে অন্যতম। উক্ত পদ্ধতিতে পাঠক স্বয়ং তাক থেকে গ্রন্থ সংগ্রহ করতে পারেন। এই পদ্ধতি গ্রন্থ ব্যবহারের বৃদ্ধি ঘটায়। কারণ স্টাগে গিয়ে পাঠক তার পূর্ব নির্ধারিত প্রয়োজনীয় গ্রন্থ না পেলে একই বিষয়ের উপর অধিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ পেতে পারেন। যেহেতু একই বিষয়ের গ্রন্থ পাশাপাশি অবস্থান করে।

দ্বিতীয়ত - তাকের বিন্যাস : গ্রন্থাগারে গ্রন্থ বিন্যাসের বিভিন্ন ক্রম অনুসরণ করতে গেলে তাকের প্রয়োজন। এবং তাকের বিন্যাস ও বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক গ্রন্থের বিন্যাস এর ফলে পাঠকের গ্রন্থ নির্বাচন সহজতর হয় এবং পাঠকের গ্রন্থ ব্যবহারের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। ফলে গ্রন্থের ব্যবহারের ও বৃদ্ধি ঘটে।

তৃতীয়ত - ক্যাটালগ বা সূচীকরণ : প্রত্যেকটি গ্রন্থাগারের দায়িত্ব তার সমগ্র গ্রন্থ সম্পদ পাঠকের সামনে তুলে ধরা। এর জন্য প্রয়োজন সুপরিকল্পিত ক্যাটালগ, তাকে "key to library" বলা হয়। এই ক্যাটালগে পাঠকের জন্য তথ্য যথা লেখক, শিরোনাম ও বিষয়ে ব্যতিরেকে ও সিরিজ এন্ট্রি, সাবজেক্ট, ক্রশ রেফারেন্স বা অন্যান্য এন্ট্রির মাধ্যমে প্রত্যেক পাঠকের জন্য গ্রন্থের ধারণা সুদৃঢ় হয়।

চতুর্থত - রেফারেন্স সার্ভিস : তৃতীয় সূত্র অনুযায়ী পাঠকবর্গ কেউ গ্রন্থ প্রচারের দায়িত্ব নেওয়া দরকার। রেফারেন্স সার্ভিস এর দ্বারা পাঠকবর্গ কে ব্যক্তিগত পরিষেবা প্রদান করে গ্রন্থাগার।সর্বকালীন বা যেকোনো সময়ের পরিষেবার মাধ্যমে তৃতীয় সূত্রের সার্ভিস সুনিশ্চিত করে। একে "Heart of a Library" বলা হয়।

পঞ্চমত - প্রচার : তৃতীয় সূত্রের পূর্বেও বলা হয়েছে গ্রন্থাগারের প্রচার গ্রন্থ ব্যবহারের বৃদ্ধি ঘটায়। যথার্থ পাঠক পরিষেবা হলো প্রচারের মূল ভিত্তি। গ্রন্থাগার গ্রন্থকে প্রচারের মাধ্যমে পাঠকের দৃষ্টি গোচর করার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অনুশ্রিত হয়ে থাকে। যথা গ্রন্থাগারের প্রবেশপথে সদ্য আগত গ্রন্থ গুলির Display , সাম্প্রতিককালের সংগৃহীত গ্রন্থ গুলির তালিকা প্রণয়ন করে পাঠকদের মধ্যে বন্টন।

ষষ্ঠ - এক্সটেনশনসার্ভিস : গ্রন্থাগারকে এক সামাজিক কেন্দ্রের রূপ প্রদান ও সকলকে নিয়মিত পাঠক এ পরিণত করতে এক্সটেনশন সার্ভিস এর ভূমিকা অতুলনীয়। এ মূল লক্ষ্য হলো পাঠকবর্গের মধ্যে পড়ার ইচ্ছা প্রসারিত করা। এই লক্ষ্যকে সাফল্যমন্ডিত করতে কিছু জাতীয় দিবস পালন করা উচিত।

সপ্তমত- গ্রন্থ নির্বাচন : গ্রন্থ নির্বাচন উদ্দেশ্যে গ্রন্থাগার এর ধরন পাঠকের যোগ্যতা ও প্রয়োজনীয় অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে সুনির্দিষ্ট নীতি দরকার। যথা - " Right book to the right reader at right time".

অষ্টমত - জনপ্রিয় বিভাগের ব্যবস্থা: তৃতীয় সূত্রের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো জনপ্রিয় বিভাগ, অর্থাৎ সংবাদপত্র ইত্যাদি জনপ্রিয় বিভাগগুলির ব্যবস্থা পাঠকদের প্রলুব্ধ করে ও গ্রন্থাগারে তাদের উপস্থিতির বৃদ্ধি ঘটায়।

Pearl coaching center

চতুর্থ সূত্র

"পাঠকের সময় বাঁচান" (Save the time of The reader) : উক্ত সূত্রটি দাবি করে যে অকারণ পাঠকদের সময় নষ্ট বন্ধ করতো।কারণ বিলম্ব হলো পাঠকের অসন্তুষ্টির কারণ। শুধুমাত্র পরিতৃপ্ত পাঠকবর্গ কে গ্রন্থাগারে নিয়মিত যাতায়াত করেন অতৃপ্ত পাঠকবর্গ নয়। পাঠকবর্গের প্রয়োজনের বেশি সময় নষ্ট না করাই উচিত।

পাঠকবর্গের গ্রন্থটি পেতে বিলম্ব হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। ক্লোজব অ্যাকসেস সিস্টেমে। ক্যাটালগ এন্ট্রি দেখা, রিকুইজিশন স্লিপ লেখা এবং গ্রন্থের জন্য কাউন্টারে অপেক্ষার মধ্য দিয়ে পাঠকের যথেষ্ট সময় নষ্ট হয়।

গ্রন্থাগারের সময় বাঁচানো হিসেবে দুটি পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় ক) Subjective time খ) Objective time. তাছাড়া Subjective time কে Objective time পরিণত করা গ্রন্থাগার এর উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য।

প্রথমত - ওপেন অ্যাকসেস বা মুক্ত মঞ্চ : উক্ত পদ্ধতিটি পাঠকবর্গের সময় বাঁচানোর একটি সন্তোষজনক উপায়। এই পদ্ধতিতে পাঠক নিজে তাকে (Self) গিয়ে গ্রন্থ সংগ্রহ করতে পারে। ফলে সময়ের অপচয় হয় না। কারণ সময়ই অর্থ আর অর্থই সময়।

দ্বিতীয়ত - শ্রেণী বিভাজন ও ক্যাটালগ প্রস্তুতি : উপযুক্ত স্ক্যাকরুম নির্দেশিকা, বিশ্লেষণমূলক ক্রশ রেফারেন্স কার্ডে সমৃদ্ধ আরও কার্যকরী ক্যাটালগ ও গ্রন্থের সঠিক বিভাজনের সাহায্যে সময় অপচয় হ্রাস হতে পারে। এর জন্য প্রয়োজন সুপরিকল্পিত ক্যাটালগ।

তৃতীয়ত -চার্জিং সিস্টেম : রেজিস্টার ব্যবহার করার প্রাচীন প্রথা বড় সময় সাপেক্ষ। তার পরিবর্তে 'টু কার্ড'ব্যবস্থা অনেক দ্রুত ও কম সময় ব্যয় সাপেক্ষ। টিকিট সিস্টেম, ফটো চার্জিং সিস্টেম, কম্পিউটার চার্জিং সিস্টেমের মতো আধুনিক ব্যবস্থা গুলি পাঠকের সময় বাঁচাতে সক্ষম।

চতুর্থত - রেফারেন্স সার্ভিস : সুন্দর শ্রেণীবিভাজন বিন্যাস বিস্তৃত বর্ণনা সহ সুন্দর ভাবে প্রস্তুত ক্যাটালগ থাকলেও প্রেফারেন্স সার্ভিসের মাধ্যমে গ্রন্থাগার পাঠকের সময় বাঁচিয়ে পরিষেবা প্রদান করে। এছাড়াও সুদক্ষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিনয়ী মধুর গ্রন্থকর্মী প্রয়োজন। এছাড়া CAS (correct awardness service) এবং পরিষেবা গ্রন্থাগার পাঠকের সময় বাঁচাতে কার্যকরী পদক্ষেপ। গ্রন্থাগার এক ক্রমবর্ধনশীল প্রতিষ্ঠান।

পঞ্চম সূত্র :

গ্রন্থাগার এক ক্রমবর্ধমান প্রতিষ্ঠান (Library easy growing organisation): গ্রন্থাগার একটি ক্রমবর্দ্ধমান সংগঠন কে দুই ভাগে ভাগ করা যায় শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক। অর্থাৎ শৈশবকালীন বৃদ্ধি ফুটে ওঠে শারীরিক বিকাশের মধ্য দিয়ে। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক কালীন বৃদ্ধি ঘটে মূলত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। যা হলো গ্রন্থাগারের পরিপূর্ণ বৃদ্ধি।

প্রথমত - গ্রন্থ সংগ্রহ : গ্রন্থাগারের সংগ্রহ বাড়ার সাথে সাথে স্বাভাবিকভাবেই তার প্রয়োজনীয় জায়গার পরিমাণও বাড়তে থাকে। অন্যভাবে বলা যায় গ্রন্থ সংগ্রহের বৃদ্ধি পেলে স্টার রুমের বিন্যাসকে প্রভাবিত করে। এবং গ্রন্থাগারের সময় সেই পরিকল্পনা করা উচিত।

দ্বিতীয়ত- পাঠক : গ্রন্থাগারের বিকাশ পরিমাপ করার জন্য পাঠকের বৃদ্ধির প্রয়োজন। তার জন্য দরকার ধারাবাহিকতা চিরন্তনতা ও বিরামহীনতা পটভূমি। পাঠক সংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পাঠক গৃহের আয়তন ইস্যু প্রনালী ও নিরাপত্তা মূলক ব্যবস্থার প্রয়োজন। যা পাঠকবর্গের উপর প্রভাব বিস্তার করে। আর নিরাপত্তার' ফলে গ্রন্থ চুরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

তৃতীয়ত- কর্মী : গ্রন্থাগারে বিকাশের জন্য পাঠক বৃদ্ধির সাথে সাথে সঠিক অনুপাতে কর্মী সংখ্যা বৃদ্ধি করা জরুরি হয়ে পড়ে। কারণ কিছু নতুন পরিষেবা প্রদান করতে হতে পারে।